২. আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বিচার প্রশাসনের কল্যাণার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় একটি যোগ্য ও দক্ষ বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং গঠন করা হয় এবং উক্ত উইংকে বিচার প্রশাসন হতে পৃথক করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিগত ২০০৮-২০১৩ মেয়াদের মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে বিগত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যস্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রস্তাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহিত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রস্তাবিত আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Rules of Business ও Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পুনর্গঠন করে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকান্ড ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্টনকৃত দায়িত্বাবলীর মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

- সুপ্রীম কোর্ট এবং অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারী কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তর এবং এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি দপ্তরসমূহের প্রশাসন সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- নোটারী পাবলিক এবং নিকাহ্ রেজিস্টার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।
- আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়।
- এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি ও অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা।
- আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসনাধীন সকল আইন নিয়ন্ত্রণ।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- রাজস্ব আদালত ব্যতিত সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি এবং আদালতসমূহের এখতিয়ার, ক্ষমতা এবং আদালত অবমাননার বিষয়াদি।
- বিচার প্রশাসন।
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আইজীবীদের ফিস প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।
- সরকার পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপীল দায়ের/দায়েরকৃত আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান।
- অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিচার বিভাগীয় ও আইনগত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা।
- দেওয়ানী মামলার সমন ও ডিক্রি জারী, ভরণ-পোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত বিদেশী নাগরিকগণের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে তদন্ত সম্পাদন এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।

- আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং স্থায়ী কমিটির চাহিতমতে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৪. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগাঠনিক কাঠামো

৪.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল

জনাব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক এ বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া এ বিভাগের মোট অনুমোদিত পদ ২১০টি। যার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪৯ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৫৪ জন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৫৮ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৪৯ জন।

৪.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/অধিনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহ

(১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
(২) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
(৩) রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।
(৪) সরকারী অছি ও সরকারী রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা।
(৫) নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
(৬) অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
(৭) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
(৮) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
(৯) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

৫. আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

৫.১ উচ্চ আদালতে এবং অধঃস্তন বিচারক নিয়োগ , পদ সৃজন এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ঃ

বিভিন্ন জেলা জজ আদালত ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পদ সৃজন সংক্রান্ত তথ্য:

১. বিভিন্ন জেলায় ১১১টি যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ, ৩৪টি যুগ্ম-মহানগর দায়রা জজ এবং ১৪টি বিচারক (যুগ্ম-জেলা জজ), অর্থঋণ আদালত এর সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মোট ১১১৩ পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২. সারাদেশে ৯১টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং ২১টি অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ও এর সহায়ক কর্মচারীর মোট ৬৭২টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৩. পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলা সহকারী জজ আদালতের ০৭(সাত)টি সহায়ক পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৪. পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি উপজেলা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ০৭(সাত)টি সহায়ক পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৫. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অধীন সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য ১২(বার)টি সহায়ক পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৬. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতি (এডিআর) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯২টি সহায়ক পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৭. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্প লাইন কল সেন্টার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০(দশ)টি সহায়ক পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৮. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত ০৮(আট) জন বিচারপতিকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৯. ঢাকা ও চট্টগ্রাম সন্ত্রাস বি-রাধী বি-শষ ট্রাইব্যুনা-লর ১২টি পদ সৃজ-নর অনু-মাদন প্রদা-নর জন্য বিগত ১৯/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারি-খ মন্ত্রিপরিষদ বিভা-গ প্রেরণ করা হ-য়-ছ।

১০. রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ৩০টি পদের বেতনস্কেল যাচাইক্রমে অনু-মাদন প্রদা-নর জন্য বিগত ৩০/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারি-খ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণাল-য় প্রেরণ করা হ-য়-ছ।

১১. বরিশাল মহানগর দায়রা জজ আদাল-তর ৫৮টি পদ সৃজ-নর প্রস্তাব ০৫/১০/২০১৬ খ্রিঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল-য় প্রেরণ করা হ-য়-ছ।

৫.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিড়্গণঃ-

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সরকার ০৪ জন অতিরিক্ত জেলা জজ-কে জেলা ও দায়রা জজ পদে, ২০ জন যুগ্ম জেলা জজ-কে অতিরিক্ত জেলা জজ পদে, ৩২ জন সিনিয়র সহকারী জজ-কে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। অতিরিক্ত জেলা জজ হতে জেলা জজ পদে পদোন্নতির জন্য ১০৮ জন অতিরিক্ত জেলা জজ সমন্বয়ে প্যানেল প্রণয়নের বিষয়ে পরামর্শ কামনা করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বিচার প্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লড়্যে ২০১৬-২০১৭অর্থ বছরে ৯৭ জন সহকারী জজ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

জেলা জজ ও সমপর্যায়, অতিরিক্ত জেলা জজ ও সমপর্যায়ের, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/ যুগ্ম জেলা জজ ও সমপর্যায়ের, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে হতে ২২০ (দুইশত) এর অধিক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিড়্গণ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি উপস্থাপনের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ২০টি নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ/সম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের-কে দেশীয় প্রশিড়্গণে ১৮৩ জন এবং বিদেশীয় প্রশিড়্গণে ২০ জন-কে প্রশিড়্গণ প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

তাছাড়া ১২৫ জন সহকারী জজ এর চাকুরী স্থায়ী করা হয়েছে এবং ০৪ জন কর্মকর্তার বিদেশে শিড়্গার্থী হিসেবে প্রেষন মঞ্জুর করা হয়েছে।

৫.৪ বাজেট ও উন্নয়নঃ

এ অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ, বিচার প্রশাসন প্রশিড়্গণ ইনস্টিটিউট এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়াকরণ এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই অনুবিভাগ হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এছাড়া বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক (১ জুলাই-১৬ জুন ২০১৭খ্রিঃ) সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হলো।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সর্বশেষ অবস্থা	মন্তব্য
১.	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ক্রয়	মাইক্রোবাস ক্রয়-০৬ টি সিডান কার-০৫টি	**সম্পন্ন হয়েছে**
২.	অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১০.০০ কোটি (দশ কোটি) দেশের বিভিন্ন আদালত/ট্রাইব্যুনাল/বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাসভবন এবং জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সমূহের বিভিন্ন মেরামত ও সংস্কার এবং নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে এজলাস সংকট নিরসনে টাঙ্গাইল ও নরসিংদী জেলায় বিচারদের জন্য অস্থায়ী টিনসেড ভবন নির্মাণ এবং	---	**সম্পন্ন হয়েছে**

	শেরপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য অস্থায়ী সেমিপাকা (এজলাসসহ খাসকামরা) ভবন নির্মাণ উল্লেখ যোগ্য।		
৩.	পদ সংরক্ষণ (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ) বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট= ৬৬টি ।	--	**সম্পন্ন হয়েছে**
৪.	পদ স্থায়ী করণ (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ) বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৫৪টি ।	--	**সম্পন্ন হয়েছে**
৫.	পদের মেয়াদ সংরক্ষণ (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ) বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ২৮৩টি পদ।	--	**সম্পন্ন হয়েছে**
৬.	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পদ সংরক্ষণ ৮৪টি	--	**সম্পন্ন হয়েছে**
৭.	রীট মামলা বাস্তবায়ন (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত)-৬টি	০৩টি মামলার রায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে, ৩টি মামলার রায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	-
৮.	সাহায্য মঞ্জুরী খাতে বরাদ্দকৃত ৩.০০ কোটি টাকা (বই পুস্তক মঞ্জুরী খাতে ১.০০ কোটি টাকা, বিশেষ অনুদান খাতে ২.০০ কোটি টাকা) দিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা আইনজীবী সমিতির বই পুস্তক ক্রয় ও ভবন নির্মাণে প্রদান করা হয়েছে।	--	--

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা অনুযায়ী খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ৩,১১,৪২,০০০/-(তিন কোটি এগার লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ৪,৪৪,০৩,০০০/- (চার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ তিন হাজার) টাকা এবং রংপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ভবন নির্মাণের জন্য ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন বার এসোসিয়েশন ভবনের ৭ম তলার অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণের জন্য ৩০.০০/-(ত্রিশ লক্ষ) টাকা এবং পাঠাগার সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে নতুন বই ক্রয়ের জন্য ২৫.০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা সহ সর্বমোট ৩০.০০+২৫.০০)=৫৫.০০ লক্ষ (পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকা; নেত্রকোনা জেলা আইনজীবী সমিতির ৫ম তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য ৩.৮৯ কোটি (তিন কোটি উননব্বই লক্ষ) টাকা এবং হবিগঞ্জ জেলা এডভোটেক সমিরিত বার লাইব্রেরী ভবন নির্মাণের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিশেষ অনুদান হিসেবে ১৫০.০০ লক্ষ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

<u>বিচার শাখা-৫ ও বিচার শাখা-৮ এর কার্যাবলীঃ-</u>

১. আইন ও বিচার বিভাগে কর্মরত ২য় শ্রেণীর ২ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ১ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তার পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
২. ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ১ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তার শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩. আইন ও বিচার বিভাগের ২ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ২ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অবসর গ্রহণ ও এককালীন ১৮(আঠার) মাসের সমপরিমান টাকা (Lumpamount) মঞ্জুর করা হয়েছে।
৪. আইন ও বিচার বিভাগে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ই-ফাইলিং ট্রেনিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫. আইন ও বিচার বিভাগে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ই-হাউজ ট্রেনিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
৬. আইন ও বিচার বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২৯টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.৫ বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংশোধনঃ

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ও "গ" শ্রেণীর পৌরসভা এলাকায় একজন করে "খ" শ্রেণীর পৌরসভায় ৩টি ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন করে "ক" শ্রেণীর পৌরসভায় ২টি ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন করে এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকায় একজন করে মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রার এবং হিন্দু বিবাহ (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০১৩ মোতাবেক দেশের প্রতিটি উপজেলা এলাকায় একজন করে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এক বা একাধিক ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন করে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ করার বিধান রয়েছে।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ এবং মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর আলোকে ৬৪ টি জেলায় পূর্বনিযুক্ত নিকাহ রেজিষ্ট্রার এর মৃত্যু ও অবসরজনিত কারণে অধিক্ষেত্রসমূহে এবং নতুন অধিক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১৩২ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং নিকাহ রেজিস্ট্রারের শূন্যপদে প্যানেল প্রেরণের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ১৮৩টি ।

৫.৬ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন কার্যকরকরণ

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে, হিন্দু বিবাহ সম্পর্কিত বহু যুগের প্রচলিত প্রথার সংস্কার সাধিত হয়ে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনি কাঠামোর অর্ন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান এবং হিন্দু নাগরিকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। এটি আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ এর আলোকে ২০১৬-১৭ অর্থ ১৬ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী-কে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ করা হয়েছে।

৫.৭ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাঃ

দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের অভিযোগে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় সারা দেশে জনস্বার্থে ২৬ জন নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়। আলোচ্য সময়ে ৬৫ জন নিকাহ রেজিষ্ট্রারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় কারণ দর্শাণোর নোটিশ জারী করা হয় এবং নিকাহ রেজিষ্ট্রারের অধিক্ষেত্র সৃজন সম্পর্কে সাব-রেজিস্ট্রার-কে তদন্তের জন্য নির্দেশ প্রদান ৫৭টি। অভিযোগ ও তদন্তের জন্য সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্টার-কে নির্দেশ প্রদান ২০৮টি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২০ জন নিকাহ রেজিস্টারকে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ১৯টি। অধিক্ষেত্রের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে ২২টি। রীট মামলায় সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করণের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ ৩৮২টি।

৫.৮ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলীঃ-

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪টি অনুবিভাগের অন্যমত প্রধান হলো মতামত অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে ১ জন যুগ্ম-সচিব ও ৪ জন উপ-সচিব কর্মরত আছেন। Rules of Busssiness, ১৯৯৬ এর Rule-14 এবং Allocation of Busssiness এর Serial-29A অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, আদালতের রায় ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে মতামত অনুবিভাগ উক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	মতামত প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম	মতামত প্রদানে সংখ্যা
		২০১৬-২০১৭ সাল
১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২টি
২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২টি
৩	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	১টি
৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২২ টি
৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৫ টি
৬	স্হানীয় সরকার বিভাগ	১৪ টি
৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২টি
৮	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৪৭ টি

৯	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২টি
১০	কৃষি মন্ত্রণালয়	২টি
১১	ডি,সি ঢাকা	২টি
১২	ডি,সি, সিলেট	২টি
১৩	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৫ টি
১৪	বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন সংস্থা	১টি
১৫	পানি সম্পদ বিভাগ	০৬টি
১৬	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬টি
১৭	স্বাস্হ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৩টি
১৮	মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯টি
১৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৩ টি
২০	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩টি
২১	সড়ক ও জনপথ বিভাগ	০২টি
২২	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৩টি
২৩	পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১টি
২৪	সমবায় অধিদপ্তর	১টি
২৫	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১টি
২৬	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫টি
২৭	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন	৫টি
২৮	তথ্য মন্ত্রণালয়	১১ টি
২৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩টি
৩০	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১টি
৩১	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১ টি
৩২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২টি
৩৩	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫ টি
৩৪	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৭টি
৩৫	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২টি
৩৬	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১টি
৩৭	পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২টি
৩৮	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১টি
৩৯	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২টি
৪০	বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন	১টি
৪১	অর্থ মন্ত্রণালয়	৭টি
৪২	জেলা জজ জামালপুর	১টি
৪৩	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	১টি
৪৪	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	১টি
৪৫	বস্ত্র পাট মন্ত্রণালয়	৩টি
৪৬	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন	৭টি
৪৭	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩টি
৪৮	জেলা প্রশাসক, কুমিলস্না	১টি
৪৯	ভূমি মন্ত্রণালয়	১ টি
৫০	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১টি
৫১	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	১টি
৫২	প্রতিরড়্গা মন্ত্রণালয়	১টি
৫৩	মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়	০১ টি

৫৪	বিদ্যুৎ বিভাগ	১টি
	মোট নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা=	২৫৬টি
	সর্বমোট নথি প্রাপ্তির সংখ্যা=	২৩৭+২২(পূর্বের জের)
	(-) অনিনিষ্পন্ন নথির সংখ্যা=	৩টি
	সর্বমোট নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা=	২৫৬টি

৫.৯ নোটারী পাবলিক নিয়োগ ঃ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন ভাবে নোটারী পাবলিক নিয়োগ এবং পূর্বে নিয়োগকৃত নোটারী পাবলিকগণের সনদ নবায়নের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। আইন ও বিচার বিভাগের উপ-সচিব (মতামত-৪) নতুনভাবে নোটারী পাবলিক সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান করে থাকেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নোটারী সত্যায়ন সংক্রান্ত কাগজপত্র সর্বমোট মোট ১১, ২৮৮ সেট, মোট ৬২ ও পৃষ্ঠার ২৪২ পৃষ্ঠা।

৫.১৩. আইসিটি সেলের কার্যাবলীঃ-

<u>বিচার প্রশাসন ডিজিটাইজেশন ও আইসিটি ভার্চুয়াল স্পেস স্থাপন</u>

বিচার প্রশাসনের যাবতীয় জরুরী, পত্যক্ষ ও অ্যাডভোকেসি সেবাসমূহকে আইসিটি প্রযুক্তির সহায়তায় দ্রুততম সময়ে প্রদানের লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগে অত্যাধুনিক সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এই সার্ভারে উপযুক্ত অফলাইন প্রশাসনিক ব্যাক অফিস সফটওয়্যার ও অনলাইন তথ্য সেবার অ্যাপিল্পকেশন হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিচার প্রশাসনের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

<u>এপিএ এবং ই-গভ-র্নন্স বাস্তবায়ন</u>

এক নজ-র ই-গভ-র্নন্স বাস্তবায়-ন আইন ও বিচার বিভাগঃ

(E-Governance Establishment by Law and Justice Division at a Glance)

- ই-ফাইলিং
- ভিডিও কনফা-রন্সিং
- সম্ভাব্য সহকারী জজ প-দ প্রার্থী-দর অনলাইন রেজি-স্ট্রশন
- আইনি সহায়তার জন্য ডায়াল নম্বর/শর্ট-কাড ১৬২৩৪
- জা-জ'স সার্ভিস ট্র্যাকিং সি-স্টম

আইন ও বিচার বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে আইসিটি সেল (ICT Cell) দপ্ত-রর ২০১৬-১৭ স-নর কার্যাবলী নি-ম্ন উ-ল্লখ করা হলঃ

<table>
<tr><th>কার্য পরিধি</th><th colspan="13">২০১৬-২০১৭ অর্থ বছ-রর কার্যাবলী</th></tr>
<tr><td rowspan="2">জুডিসিয়াল এমআইএস প্রতি-বদন
(Judicial MIS Report)</td><td colspan="13">আইন ও বিচার বিভা-গর বার্ষিক ২০১৬-১৭ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও তথ্য অধিকার অনুযায়ী মাসিক হারে উল্লেখিত সংখ্যক সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ঃ</td></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>জুলাই '১৬</td><td>আগষ্ট '১৬</td><td>-স-প্টম্বর '১৬</td><td>অক্টোবর '১৬</td><td>ন-ভম্বর '১৬</td><td>ডি-সম্বর '১৬</td><td>জানুয়ারি '১৭</td><td>-ফব্রুয়ারি '১৭</td><td>মার্চ '১৭</td><td>এপ্রিল '১৭</td><td>-ম '১৭</td><td>জুন '১৭</td></tr>
</table>

		৯২	১২৩	১১৬	১২৫	২৬৮	২২০	১৬১	১৫৩	১১২	২০৪	১৩৯	১২৯
	বা-জট ও উন্নয়ন	জুলাই '১৬	আগস্ট '১৬	সেপ্টেম্বর '১৬	অক্টোবর '১৬	নভেম্বর '১৬	ডিসেম্বর '১৬	জানুয়ারি '১৭	ফেব্রুয়ারি '১৭	মার্চ '১৭	এপ্রিল '১৭	মে '১৭	জুন '১৭
		০	৭০	৮৩	১২৯	১৭৯	৮৯	১৭৬	১৪২	২০৫	১৬১	২৩৫	১৯৮

এমআইএস চার্ট
(MIS Chart)

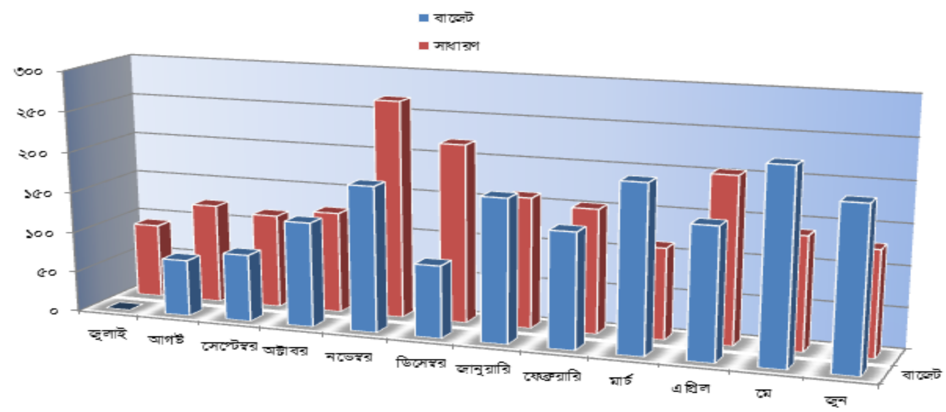

ই-গভ-র্নন্স বাস্তবায়ন **(E-Governance Establishment)**	২০১৬-২০১৭	**ভিডিও কনফা-রন্সঃ** ২০.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২.৩০ ঘটিকায় প্রধানমন্ত্রী কার্যাল-য়র মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) ম-হাদ-য়র সা-থ এ বিভা-গর সচিব ম-হাদয় মাসিক সভায় ভিডিও কনফা-র-ন্সর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত আলোচনায় ০৪ জন যুগ্ম-সচিব সহ এ বিভা-গর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সচিব ম-হাদয়-ক সার্বিক সহ-যাগীতা প্রদান ক-র বাল্য বিবাহ নি-রাধ আইন, ২০১৭ বিষয়ক আ-লাচনা-ক সাফল্য মন্ডিত ক-রন। **ই-সার্ভিস অ্যাপ্লি-কশনঃ** **অনলাইন রেজি-স্ট্রশন-** বাংলা-দশ জুডিসিয়াল সার্ভি-স অংশগ্রহণকারী সম্ভাব্য প্রার্থী-দর অনলাইন রেজি-স্ট্রশন সম্পন্নকারী সফটওয়্যার এ বিভা-গর ডাটা সেন্টার থে-ক হোস্টিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। এ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী টেকনোভিশিতা, সিএসএল ও সর্বোপরি দাতা সংস্থা ইউএনডিপি'র -জএসএফ প্রক-ল্পর ভূমিকা অনিস্বীকার্য। ২০.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হ-ত ৩০.০৪.২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ডাটা সেন্টার সাফল্যজনকভা-ব ১১তম বি-জএস সম্ভাব্য প্রার্থী-দর তথ্য সংগ্র-হ সচল রাখা হয়। **ই-ফাইলিং / নথি ব্যবস্থাপনা-** ই-ফাইল যথাযথভা-ব বাস্তবায়-নর ল-ক্ষ্য আইন ও বিচার বিভা-গর ম-নানীত ০৩ জন কর্মকর্তা ১৯-২২ সে-প্টম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কার্যাল-য়র এটুআই ট্রেনিং রু-ম ০৪ দিন ব্যাপী -ট্রনিং অব ট্রেইনার্স (**ToT**) প্রশিক্ষণ গ্রহণ ক-রন। প্রধানমন্ত্রী কার্যাল-য়র অনুশাসন মোতা-বক ই-ফাইলিং পদ্ধতি-ত নথি আদান-প্রদান ও নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভা-গর ১১০জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কে ই-ফাইলিং/নথি ব্যবস্থাপনা কো-র্সর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২২ ন-ভম্বর ২০১৬ খ্রিঃ হ-ত ২২ ডি-সম্বর ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ৭টি ব্যা-চ পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী এ বিভাগের সভা কক্ষে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ -শ-ষ ব্যবহারিক বাস্তবায়-নর (**Practical Establishment**) ল-ক্ষ্য এ বিভা-গর প্রশাসন এবং বা-জট ও উন্নয়ন অনুবিভা-গর ০২টি নথি ই-ফাইলিং/নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-ত নিস্পন্ন করা হয়। নিস্পন্নকৃত নথির স্মারক নম্বর নি-ম্ন -দয়া হ-লা ঃ ১। ১০.০০.০০০০.১২৬.২০.০৫৯.২০১৭.১/১(৪) তারিখ: ১৩ এপ্রিল, ২০১৭ ২। ১০.০০.০০০০.১২৭.২৫.০০৬.২০১৭.১ তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ উ-ল্লখ্য আইন ও বিচার বিভা-গর ম-নানীত ০২ জন কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রী কার্যাল-য়র এটুআই ট্রেনিং রু-ম ০১ দিন ব্যাপী রি-ফ্রশার্স ট্রেনিং (**RT**) প্রশিক্ষণ গ্রহণ ক-রন। এছাড়াও ই-ফাইল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের (**Successfully Establishment**) ল-ক্ষ্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণাল-য়র মাননীয় মন্ত্রী ম-হাদয় ০৮ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারি-খ ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ক-রন। -কার্স শে-ষ তিনি ই-ফাইল ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সময় আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব ও সচিব ম-হাদ-য়র একান্ত সচিব উপস্থিত ছি-লন। **জা-জ'স সার্ভিস ট্র্যাকিং সি-স্টম-** বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-দর তথ্য সংরক্ষ-ণর জন্য সার্ভিস ট্র্যাকিং সি-স্টম স্থাপন করা হ-য়-ছ। ই-তাম-ধ্য ১১৫৮ জন বিচার-কর তথ্য ইনপুট দেয়া হ-য়-ছ। এর মাধ্য-ম বিচারক-দর নাম, জন্ম তারিখ, -যাগদা-নর তারিখ ইত্যাদি ত-থ্যর মাস্টার রেকর্ড সরকা-রর কা-ছ ই-লকট্রনিকভা-ব সংরক্ষিত থাক-ব। **ই-জুডিসিয়ারি-** স্বাধীন বিচার বিভা-গর ই-লকট্রনিক মামলা ব্যবস্থাপনার -ভীত কাঠা-মা বিনির্মাণে প্রযুক্তি বান্ধব বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। এর মাধ্য-ম বিচারক-দর আদালত ভবন, আবাসিক ভবন সহ অন্যান্য সুবিধাদি উন্নয়-নর পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজে প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে স্থাপিত হবে সরকারের উন্নয়ন কাজের এক নতুন দৃষ্টান্ত। ই-তাম-ধ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছায় ই-জুডিসিয়ারি প্রক-ল্পর সং-শাধিত ডিপিপি প্রণয়-নর কাজ চলমান আ-ছ।

সুশাসন এবং ও-য়ব--পার্টাল (Good Governance & Web-Portal)	২০১৬-২০১৭	সরকা-রর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সময় সময় গৃহীত পদ-ক্ষ-পর তথ্যসমূহ আইন ও বিচার বিভা-গর ও-য়ব-পোর্টা-ল লিংক আকা-র সং-যাজন করা হ-য়-ছ। সং-যাজিত লিংকসমূ-হর তালিকা ঃ ➢ তথ্য অধিকার (**Right to Information**) ➢ কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা (**Annual Performance Management**) ➢ জাতীয় শুদ্ধাচার -কীশল (**National Integrity Strategy**) ➢ অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি (**Grievance Redress System**) ➢ ই-না-ভশন (**Innovation**) উক্ত লিংক সমূহে বিষয়ভিত্তিক নীতিমালা, পরিপত্র, কমিটি, কর্ম-পরিকল্পনা, কার্যক্রম, প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন তথ্যাদি সং-যাজন করা হ-য়-ছ।
জনবল ও প্রশিক্ষণ (Manpower & Training)	২০১৬-২০১৭	আইসিটি সেল দপ্ত-র ০৩টি ক্যাটাগরির ০৪টি অনু-মাদিত প-দর ম-ধ্য প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও ০২ জন ডাটা এন্ট্রি/ক-ন্ট্রাল অপা-রটর সহ -মাট ০৪ জন জনবল কর্মরত র-য়-ছ। জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি) -২০০৩ এর আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগ-ণর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হ-য়-ছ।
আইসিটি সরঞ্জাম সংগ্রহ (ICT Equipment Collection)	২০১৬-২০১৭	আইসিটি -সল দপ্ত-র JSF প্রকল্পের নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি হস্তান্তর ও সংরক্ষণ করা হয়ঃ

সরঞ্জাম তালিকা (JSF প্রকল্প কর্তৃক হস্তান্তর)	
১. সার্ভার	০২ টি
২. সার্ভার র‌্যাক	০১ ইউনিট
৩. সুইচ (-নটওয়ার্ক ও কেভিএম)	০২ টি
৪. -ডস্কটপ ট্রান্সমিটার	০১ টি

আইন ও বিচার বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের ২০১৬-২০১৭ অথ বছরের অর্জিত সাফল্য সক্রান্ত্ম কাযাবলিঃ-

নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথক হবার পর বিচারপ্রার্থী জনগনকে দ্রম্নত বিচারীক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যথা অবকাঠামোগত উন্নয়ন/সম্প্রসারণ, জাস্টিস সেক্টরে দ্রম্নত বিচার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত্ম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, জাষ্টিস রিফর্ম এবং দূর্নীতি প্রতিরোধে কারিগরী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অচ্ছল বিচারপ্রার্থীগণকে আইনি সহায়তা প্রদান অন্যতম।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	**কর্মকান্ডের বিবরণ, অগ্রগতি ও ফলাফল**
১	বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম-পর্যায়) ২য় সংশোধিত প্রকল্প ।	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ পকল্পের মাধ্যমে ৪২ টি সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ জন্য ব্যয় হবে ২৩৮৮ কোটি টাকা। এদের মধ্যে ১৭টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। এ ১৭টির মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জামালপুর, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী এ ৭টি সিজেএম আদালত ভবন উদ্ধোধন হয়েছে।
২	২৮টি জেলায় আনুষংগিক সুবিধাদিসহ জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প।	এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭টি জেলায় জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে। এদের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২৫টি জেলার সম্পসারণ কাজ ৯০-৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৭-এর

		মধ্যে সবগুলির সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হবে। এ সকল কার্যক্রমের জন্য ব্যয় হবে ১৬২.০০ কোটি টাকা।
৩	অধ:স্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি	সুষ্ঠু, দ্রুততা এবং দক্ষতার সাথে বিচার কার্য এবং বিচার ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকে লক্ষ্য করে অধঃস্তন আদালতের বিচারকগনকে বৈদেশিক পরিক্ষণ এবং উচ্চ শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধ:স্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী জুন ২০১৯ সময়ের মধ্যে ৫৪০ জন বিচারককে বৈদেশিক প্রশিক্ষ ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য অষ্টেলিয়ায় ওয়েস্টার্ন সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। এ জন্য সরকারের ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩টি শর্ট কোর্সে ৪৩ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষান প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি ৩০ জন কর্মকর্তাকে আভ্যন্তরীন ই-প্রকিউমেন্ট প্রশিক্ষান প্রদান করা হয়েছে।
৭	সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান (Support to the improvisation of Government Legal Aid services) শীর্ষক প্রকল্প।	দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে সরকারী আইনী পরামর্শ সেবা এবং স্বচ্ছ এবং দ্রুততার সাথে আইনী সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে “ সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান” প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সরকারের আইনী সহায়তা কার্যক্রমের জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.১৫ **সলিসিটর অনুবিভাগ:**

এই অনুবিভাগের অধীনে থাকা ৬টি শাখার কার্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

রীট শাখা-১ ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দায়েরকৃত রীট মামলার মোট সংখ্যা ১৭৬৪৭, পনরুজ্জীবিত মামলার সংখ্যা ৪৪ এবং নিস্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা ১০০৬৩। উলেস্নখ্য যে, জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ হতে জুন ২০১৭ মাস পর্যন্ত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সর্বমোট ৭৩,০৩১টি রীট মামলা বিচারাধীন ছিল।

প্রত্যাশী সংস্থা/অফিসের চাহিদা মোতাবেক রীট মোকদ্দমায় সরকারের বিপক্ষে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল (CP/CMP) দায়ের ও আপীল মোক্দ্দমা পরিচালনার জন্য নিয়মিত ১১৬৬ জন Advocate on Record (AOR) নিয়োগ প্রদান করা হয়।

রীট শাখা-২ ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা হতে মতামত/নির্দেশনা/করণীয় সম্পর্কীত প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা ১০৭টি। তন্মধ্যে এই শাখা হতে নিস্পত্তি পত্র/নথির সংখ্যা ১৮৫টি এবং মতামত প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন নথির সংখ্যা ১৩টি ও প্রাপ্ত পত্রসমূহের মধ্যে ৯টি পত্রের উপর অত্র শাখার কোন কিছু করনীয় না থাকার প্রেক্ষিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ফৌজদারী শাখাঃ

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নিস্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা		
		প্রাপ্তির সংখ্যা	নিস্পত্তি	অনিস্পন্ন
১	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের পক্ষে আপীল দায়েরের প্রস্তাব	২৩টি	২৩ টি	--
২	মাননীয় আপীল বিভাগে সরকার পক্ষে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড	৭৫টি	৭৫টি	--

	নিয়োগ			
৩	বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত	১০৮টি	১০৮ টি	
৪	নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে আপীল/রিভিশন/মিস কেইস দায়েরের জন্য অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত	১১৬টি	১১৬টি	
৫	ডেথ রেফারেন্স মামলার জন্য ল'ইয়ার নিয়োগ সংক্রান্ত	৫৯টি	৫৯ টি	
৬	ডেথ রেফারেন্স মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১০২টি	১০২টি	
৭	ফৌজদারী আপীল মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১১৮টি	১১৮টি	
৮	হলফনামা সম্পাদন অন্তে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১৮টি	১৮ টি	
৯	এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী রিকুইজিশন পাশ করা হয়েছে	৬৭৫টি	৬৭৫টি	
১০	এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী চুড়ান্ত বিল হিসাব শাখায় প্রেরণ	০৭টি	০৭টি	
১১	অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ	৫২৮টি	৫২৮ টি	
১২	স্টেট ডিফেন্স ল'ইয়ার এর চূড়ান্ত বিল পাশের জন্য হিসাব শাখায় প্রেরণ	২০টি	২০টি	

এটি/এএটি শাখা ঃ

(১)	(২)	(৩)		
ক্রমিক নং	বিষয়	(২০১৬-২০১৭) এক বছরের অর্জন		
		প্রাপ্তি	নিস্পত্ত	পেন্ডিং
১	আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়ের	১৮১টি	১৮১টি	-
২	প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের আপীল দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ	২৪১টি	২২০টি	২১
৩	আপীল বিভাগে রিভিউ দায়ের সংক্রান্ত	২৯টি	২৯টি	-
৪	বিবিধ বিষয়ে আইনগত মতামত সংক্রান্ত	০৪টি	০৪টি	--
৫	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল ও আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলায় আইনজীবী নিয়োগ প্রদান	৬৫১টি	৬৫১টি	--
৬	আইনজীবীগণের বিল পরিশোধ	৮০৫টি	৮০৫ টি	--

দেওয়ানী শাখা ঃ-

(১)	(২)	(৩)		
ক্রমিক নং	বিষয়	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে		
		প্রাপ্ত চিঠি	নিস্পত্তি	মন্তব্য
১	সিভিল রিভিশন এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সিভিল রিভিশন দায়েরের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে	৩৮৯ টি	৩৮৯ টি	
২	সিভিল রিভিশন এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মামলা না দায়েরের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে	০৫ টি	০৫ টি	
৩	প্রথম বিবিধ আপীল এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আপীলের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে	০৮ টি	০৮ টি	
৪	প্রথম আপীল এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আপীলের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে	২৯ টি	২৯ টি	
৫	সুপ্রীমকোর্ট আপীল বিভাগে আপীল দায়েরের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এ.ও.আর নিয়োগ করা হয়েছে	৩৪ টি	৩৪ টি	

৬	সি.এম.পি দায়েরের জন্য এ.ও.আর নিয়োগ করা হয়েছে	০৮ টি	০৮ টি	
৭	রিভিউ এর জন্য এ.ও.আর নিয়োগ করা হয়েছে	০৩ টি	০৩ টি	
৮	সিভিল রিভিশন মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে	৬৩৮ টি	৬৩৮ টি	
৯	প্রথম বিবিধ আপীল মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে	১৫ টি	১৫ টি	
১০	প্রথম আপীল মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে	৬০ টি	৬০ টি	
১১	বিবিধ মতামত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে	৪৭ টি	৪৭ টি	
	সর্বমোট	১২৩৬ টি।	১২৩৬ টি।	

জিপি/পিপি শাখা ঃ

(১)	(২)	(৩)	
ক্রমিক নং	বিষয়	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে	
		সংখ্যা	নিষ্পত্তি
১	evsjv‡`k mycªxg‡Kv‡U© mnKvix A¨vUwb©-†Rbv‡ij c‡` wb‡qvM cª`vb|	1 wU	27 Rb
২	evsjv‡`k mycªxg‡Kv‡U© wb‡qvMK…Z mnKvix A¨vUwb©-†Rbv‡ij c` n‡Z evwZj cª`vb|	1 wU	23 Rb
৩	evsjv‡`k mycªxg‡Kv‡U©i Avcxj wefv‡M mwjwmUi Awd‡mi wewfbœ gvgjv miKvi c‡¶ cªwZØw›`¡Zv/cwiPvjbvi Rb¨ এডভোকেট-অন-রেকর্ড হিসেবে c¨v‡bjf‚ক্তি।	1 wU	1 Rb
৪	ঢাকা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনালে প্যানেল আইনজীবি হিসেবে নিয়োগ প্রদান।	1 wU	1 Rb
৫	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে wRwc	3 wU	3 Rb
৬	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে wcwc	3 wU	3 Rb
৭	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে we‡kl wcwc	4 wU	4 Rb
৮	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে AwZwi³ wcwc	7 wU	7 Rb
৯	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে Gwcwc	10 wU	71 Rb
১০	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে GwRwc	3 wU	14 Rb
১১	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে GjwRwc	1 wU	1 Rb
১২	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে wRwc c`Z¨vM	3 wU	3 Rb
১৩	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে wcwc c`Z¨vM	2 wU	2 Rb
১৪	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে AwZt wcwc c`Z¨vM	1 wU	1 Rb
১৫	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে Gwcwc c`Z¨vM	6 wU	11 Rb
১৬	wewfbœ †Rjvi †Rjv RR †KvU©সমূহে GwRwc c`Z¨vM	4 wU	4 Rb
১৭	আন্তর্জাতিক Aciva U«vBey¨bv‡ji cªwmwKDUi Rbve Avãyi ingvb nvIjv`vi Gi Ae¨vnwZ cª`vb|	1 wU	1 Rb

১৮	†W_ †idv‡iÝ gvgjv bs -58/2013 (wewW Avi nZ¨vKvÛ) Gi †÷U wW‡dÝ AvBbRxwei cvwikªwgK wd wba©viY cªms‡M|	1 wU	1 wU
১৯	wewfbœ †Rjvi Av`vj‡Z wbhy³ AvBb Kg©KZ©vM†Yi wbR Li‡P we‡`k åg‡Yi AbygwZ cª`vb|	12 wU	12 wU
২০	Winrock International Bangladesh counter Trafficking-in-persons Av‡qvwRZ AbywôZe¨ AvBb Kg©KZ©vM‡Yi cªwk¶‡Y Ask MªnY cªms‡M|	1 wU	1wU
২১	wePvi cªkvmb cªwk¶Y BbwówUD‡U AvBb Kg©KZ©vM‡Yi cªwk¶‡Y Ask MªnY cªms‡M|	3 wU	3wU
২২	evsjv‡`k mycªxg‡KvU©/wewfbœ †Rjvi Av`vj‡Zi AvBb Kg©KZ©viM‡Yi bvg ms‡kvab	3 wU	10 Rb
২৩	h‡kvni †Rjvi †Rjv I `vqiv\_RR Av`vj‡Zi Gwcwc Rbve Avmv`y¾vgvb eveyj ¯^c‡` envj cªms‡M|	1 wU	1 Rb
২৪	PzqvWv½v †Rjvi †Rjv I `vqiv RR Av`vj‡Zi Gwcwc Rbve kwdKzj Bmjvg Gi e¨vL¨v cª`vb|	1 wU	1 wU
২৫	evsjv‡`k mycªxg‡KvU©/wewfbœ †Rjvi Av`vjZ mg‍হে বাদীর wbR Li‡P gvgjv cwiPvjbvi Rb¨ ivóªc‡¶i AvBb Kg©KZ©v‡K mn‡hvwMZv Kivi Rb¨ †emiKvix AvBbRxex wb‡qv‡Mi AbygwZ|	17 wU	17 wU
২৬	e½fe‡b wewfb œ ï‡f”Qv wewbgq Abyôv‡bআমন্ত্রণ Dcj‡¶ e½fe‡b AbywôZe¨ ivóªxq msea©bv Abyôv‡b আমন্ত্রণের Rb¨ 100(GKkZ)Rb wewkó AvBbRxweM‡Yi bv‡gi ZvwjKv|	4 wU	4 wU
২৭	wewfbœ• `ßi/wefvM/ মন্ত্রণালয় n‡Z miKvix gvgjv cwiPvjbvi Rb¨ †emiKvix AvBbRxexi c¨v‡bj wb‡qv‡Mi AbvcwË cª`vb|	11 wU	11 wU
২৮	এপিপি জনাব জিল্লুর রহমানকে বড়লেখা চৌকিকোর্টের পরিবর্তে মৌলভীবাজার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এপিপি হিসেবে এবং এপিপি জনাব গোপাল চন্দ্র দত্তকে মৌলভীবাজার জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পরিবর্তে বড়লেখা চৌকিকোর্টে এপিপি হিসেবে নিয়োগ প্রদান।	1 wU	1 wU
২৯	wewRwe (wewWAvi) we‡`ªvn, nZ¨v I we‡¯dviK gvgjv cwiPvjbvq ivóªªc‡¶ wb‡qvwRZ 20Rb weÁ †¯ckvj cvewjK cªwmwKDUiMY‡K AwZwi³ A¨vUwb©-†Rbv‡ij, †WcywU A¨vUwb©-†Rbv‡ij I mnKvix A¨vUwb©-†Rbv‡ij Gi ewa©Z †eZb fvZvw`i mgcwigvb gvwmK wi‡UBbvi wd cª`vb|	1 wU	1 wU
৩০	evsjv‡`k mycªxg †Kv‡U©i nvB‡KvU© wefv‡M ‡÷U wW‡dÝ c¨v‡bj AvBbRxwe wb‡qv‡Mi AbygwZ|	1 wU	1 wU
৩১	‡MvcvjMÄ †Rjvi †Rjv I `vqiv RR Av`vj‡Zi AwZtwcwc Rbve by‡i Avjg nvRiv Gi wei“‡× Awf‡hvM তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।	1 wU	1 wU
৩২	gvwbKMÄ †Rjvi bvix I wkï wbh©vZb `gb U«vBey¨bv‡ji বিশেষ পিপি Rbve G,†K,Gg byi“j û`vi	1 wU	1 wU

	wei“‡× AvbxZ Awf‡hv‡Mi দায় হতে অব্যাহতি প্রসংগে।		
৩৩	iscyi †Rjvi †Rjv I `vqiv RR Av`vj‡Zi wcwc Rbve Avãyj gv‡jK Gi ˆKwdqZ Zje c«ms‡M|	1 wU	1wU
৩৪	wewea	16 wU	16 wU

ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্রন্নত নিষ্পত্তির জন্য মনিটরিং সেল গঠনঃ

আমাদের দেশে তুচ্ছ কারণে বিভিন্ন সময় মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে। তাছাড়া, জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে বিশেষ করে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সেই তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল। ফলে অনেক সময় ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রন্নত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে বিষয়টি উপলদ্ধি করে ৫ থেকে ১০ বছরের বেশী পুরাতন মামলাসমূহ দ্রন্নত নিষ্পত্তির লড়্গ্যে সরকার এই বিভাগের সলিসিটর-কে প্রধান করে একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছে। উক্ত সেল বর্ণিত বিষয় মনিটরিং করার জন্য নিয়মিত ভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে।

৬ . মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার

❖ অফিসিয়াল রিসিভার এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান এবং মাননীয় সুপ্রীম-কার্ট, হাই-কার্ট বিভা-গর কোম্পানী কো-র্টর আ-দশ অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে কোম্পানী ম্যাটার নং-৩১৭/২০১৪, ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং ইন্স্ট্রুমেন্টস লিঃ (অবলুপ্ত) কোম্পানীর প্রাপ্ত অর্থের সরকারী ৫% কমিশন এবং অন্যান্য বাবদ সর্বমোট ৫,৭৫,০১৩.০০ (পাঁচ লড়্গ পঁচাত্তর হাজার তের) টাকা সরকারী কোষাগার বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকাতে জমা করা হয়েছে।

❖ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে লাননীয় সুপ্রীম-কার্ট, হাই-কার্ট বিভা-গর কোম্পানী কো-র্টর আ-দশ অনুযায়ী যে ৭ (তিন) টি কোম্পানীর অবলুপ্তির কার্যক্রম চলমান আছে সেগুলো হলো ঃ

(১) কোম্পানী ম্যাটার নং-১০২/২০০৭, সাইজাদ টেক্সটাইলস লিঃ (অবলুপ্ত)।
(২) কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৭/২০১০, অর-নট সার্ভি-সস লিঃ(অবলুপ্ত) ।
(৩) কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৯/২০১৪, পুরবী ফার্মর্স লিঃ(অবলুপ্ত) ।
(৪) কোম্পানী ম্যাটার নং-৯৬/২০০৬, নর্দাণ বেভারেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ(অবলুপ্ত) ।
(৫) কোম্পানী ম্যাটার নং-২২৩/২০১৪, প্রাইম ফুড কোঃ লিঃ(অবলুপ্ত) ।
(৬) কোম্পানী ম্যাটার নং-১০৫/২০০০, ইসলামিক ট্রেড এন্ড কমার্স লিঃ(অবলুপ্ত) ।
(৭) কোম্পানী ম্যাটার নং-৩১৭/২০১৪, ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং ইন্স্ট্রুমেন্টস লিঃ(অবলুপ্ত) ।

মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ এসব কোম্পানীকে অবলুপ্ত ঘোষনা করতঃ অফিসিয়াল রিসিভারকে উক্ত অবলুপ্ত কোম্পানীর অফিসিয়াল লিকুই-ডটর নি-য়াগ করে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করার আদেশ প্রদান করেন । মাননীয় হাইকোর্ট বিভা-গর কোম্পানী কো-র্টর আ-দশ অনুযায়ী সকল প্রকার কার্যক্রম চলমান আছে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এ্যাক্ট,১৯১৩ অফিসিয়াল ট্রাষ্ট্রি এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান অনুযায়ী এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়। বর্তমানে ৭(সাত)টি এষ্টেট এবং ৪(চার)টি ট্রাষ্ট এর কার্যক্রম চলমান আছে। সেগুলো হলোঃ-

এষ্টেটঃ-

১। মিসেস ম্যাজিংহেন।
২। রায় বিহারী লাল মিত্র বাহাদুর।
৩। শরৎ কুমার হালদার।

৪। রাজা অব চঞ্চল।

৫। হরী মাহাতা।

৬।এল, টি, আর লুকাশ এবং এইচ, এ, লুকাশ।

৭। জেট এ কম্ভার।

ট্রাষ্টঃ-

১। হেমেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়।

২। জি, এম, রেইলী এবং ই, এম এইচ রেইলী।

৩। প্রফুলস্ন চন্দ্র রায়।

৪। আদমজী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

এসব এষ্টেট এবং ট্রাষ্টের মোট আয়ের উপর সরকারি ২% কমিশন সরকারি কোষাগার, বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করা হবে।

৭. নিবন্ধন পরিদপ্তর

ভূমিকা ঃ- বাংলাদেশ তথা এ উপমহাদেশে হস্ত্মান্ত্মরিত রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয়। দলিলের নির্ভূলতার উপর ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব অক্ষুন্ন থাকে। দেশের নিম্ন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত্ম অর্জিত ভূমির মালিকানা স্বত্ত্বের বিচারে দলিলকে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯০৮খ্রিঃ সনে প্রণীত রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধি বিধান অনুসরণ করে দলিল রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম নিবন্ধন পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

বিগত দুই শতাধিক বৎসর ধরে প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে দক্ষতার সাথে নিবন্ধন পরিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় জমি/সম্পত্তি হস্ত্মান্ত্মর কার্যক্রম এবং সম্পত্তি হস্ত্মান্ত্মর সম্পর্কীত রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

জনবল সংকট ঃ- রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এই উপমহাদেশের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। সেবা প্রদানমূলক ও রাজস্ব আদায়কারী সুপ্রাচীন এই বিভাগটি দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

সারাদেশে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সংকট অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। সারাদেশে ১৬৭টি সাব-রেজিস্ট্রারের পদ খালি/শূণ্য ছিল। ইতিমধ্যে ২০১৬ সালে বিভাগীয় পদোন্নতি পেয়ে ২৪টি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত (নন ক্যাডার) ১১১টি পদ পূরণ করা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো ঃ- মাঠ পর্যায়ের সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার এর অফিস ভবন নির্মাণ/পুনঃনিমার্ণের বিষয়ে একনেক্ এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে বার্ষিক (২০১৭-২০১৮) উন্নয়ন কর্মসূচির (এ.ডি.পি) আওতায় ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রার ও ৫৮টি সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়সহ মোট ৭৮(আটাত্তর)টি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অফিস ভবন নির্মাণ/পুনঃনির্মান করা হবে।

নতুন অফিস স্থাপন ঃ- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্পে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে জনগণকে দ্রম্নততম সময়ের মধ্যে উন্নততর সেবা প্রদানের অঙ্গিকার ব্যক্ত হয়েছে। অনেকড়্গেত্রেই জনবলের অভাবে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন ব্যস্ত্মতম রেজিস্ট্রি অফিসসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রম্নত জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানে সড়্গম হচ্ছিল না। সেজন্যই ঢাকা উত্তর ও দড়্গিন সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীণে জনবলসহ নতুন ভাবে তিনটি অফিস পলস্নবী শ্যামপুর ও ধানমন্ডি সাব-রেজিস্ট্রী অফিস সৃজন করা হয়েছে। এতে জনগণকে দ্রম্নত সেবা প্রদান এবং রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল দ্রম্নত পড়্গগণকে ফেরত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। একই সাথে যে সব ব্যস্ত্মতম অফিসে দলিল রেজিস্ট্রেশনের অত্যাধিক চাপ ছিল সেটিও হ্রাস এবং জনগণের ভোগান্ত্মি লাঘব হয়েছে।

<u>রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও আদায়কৃত রাজস্বের পরিসংখ্যান ঃ-</u>

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন বিভাগের রাজস্ব আদায়ের পরিমান ও রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

অর্থ বৎসর	দলিল সংখ্যা	রেজিস্ট্রেশন আয়	স্থানীয় সরকার কর	মোট রাজস্ব আয়
২০১৫-২০১৬	৩২,৬৩,৪৯৫	৯৪৭৯,৪১,৫২,২৮৬/-	১৬৪৫,৫৪,৪১,০১৫/-	১০৯২৬,৯৩,০৭,৮৬৬/-
২০১৬-২০১৭	৩১,৯৮,৯২০	৫০৫২,৫৬,৩৩,০১৮/-	৩২৬৭,৮৭,২৩,৭৮৪/-	৮৩২০,৪৩,৫৬,৮০২/-

বালাম বহির সংকট নিরসনঃ- সারাদেশে বিপুল পরিমান দলিলের বকেয়া নকলের কাজ দ্রুত তরান্বিত করার জন্য সরকারী মুদ্রাণালয় হতে পর্যাপ্ত পরিমান বালামবহির সরবরাহ ছিল না। দীর্ঘদিনের পূঞ্জীভুত বকেয়া নকল হালনাগাদ করণের জন্য বিজি প্রেস (সরকারী মুদ্রাণালয়) বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মুদ্রণের জন্য অনাপত্তি প্রদান করেন। তদপ্রেক্ষিতে যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণক্রমে দীর্ঘদিনের পূঞ্জীভুত বকেয়া দলিল হালনাগাদকরণের নিমিত্তে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৮৫ হাজার এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৫০ হাজার বালাম বহি ও অন্যান্য ফরমাদি মুদ্রণ ও বাধাইক্রমে বালাম বহি গ্রহণ করা হয় এবং সারাদেশে চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহ করা হয়। এতে দেশের জনগনকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল ফেরত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে এবং সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে বকেয়া নকল কাজ তরান্বিত করণের জন্য বালাম বহির সংকট অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ- ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও রাজস্ব আদায়ের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা স্বত্ত্বেও এই বিভাগের কর্মকর্তাগণের জন্য কোন প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল না। ইতিমধ্যেই বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে **দেশের সকল জেলার জেলা রেজিস্ট্রার এবং মাঠ পর্যায়ের সকল সাব-রেজিস্ট্রারদের বিশেষ কোর্স প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।** তাছাড়া রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ খাতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য ১০ (দশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬০ জন কর্মকর্তার দুই মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষান গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে বিদেশে প্রশিক্ষানের জন্য প্রথম ব্যাচে ৩০ জন এবং দ্বিতীয় ব্যাচে ৩১ জন কর্মকর্তা যুক্তরাজ্য প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরেছেন। ভবিষ্যতে দেশ ও দেশের বাইরে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রস্তুত করে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজড্ করা হবে।

রেজিস্টেশন প্রক্রিয়া তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করণঃ- দলিল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর করার নিমিত্ত 'দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন' শীর্ষক একটি কর্মসূচী আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিষয়ে বর্ণিত ভূমি সংক্রান্ত সমন্বিত সেবা কার্যক্রম বর্তমান অবস্থান থেকেই সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। একইসাথে দলিল রেজিস্ট্রেশনের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জনগণের সুবিধার্থে অন-লাইন পেমেন্ট পদ্ধতি বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনক্রমে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়াটি চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৮. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ঃ

কমিশনের পটভুমিঃ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিধান এবং অধঃস্তন আদালত সম্পর্কিত সংবিধানের অন্যান্য বিধান বিশেষতঃ ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে সিভিল আপীল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৬ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারীর মাধ্যমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়। ০৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

কমিশনের দায়িত্বঃ

* মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই-বাছাই এর নিমিত্ত পরীক্ষা পরিচালনা এবং উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা।

* মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বা তদসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয় কমিশনের নিকট পাঠানো হলে সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করা।

* প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন। যেমন শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের বিভাগীয় পরীক্ষা আয়োজন করা।

কমিশনের কার্য সম্পাদন প্রণালী

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্য সম্পাদন আদেশ, ২০০৪ মোতাবেক এ আদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকবে; এবং তিনি তাঁর কর্তৃত্ব কমিশনের কোন সদস্যকে বা সচিবালয়ের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সচিবালয়ের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে কর্মবন্টন করতে পারবেন। চেয়ারম্যানের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের যে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির সাথে পত্র যোগাযোগ করতে পারবেন।

কমিশনের দায়িত্ব তথা কার্যাদি সম্পাদনে সহায়তার জন্য কমিশন যে কোন সরকারী সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারী কর্ম কমিশন বা কোন ব্যক্তিকে অনুরোধ করতে পারবে এবং কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধও করতে পারবে। এরূপ অনুরোধের বিষয়ে সরকারের ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকলে উক্ত সংস্থাসমূহ ও সরকারী কর্ম কমিশন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য প্রদান করবে।

কমিশনের সকল আর্থিক বিষয়ে সচিব বা সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন কমিশনের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা। প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে সচিব ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন এবং কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন থাকলে মাননীয় চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সার্ভিসের প্রবেশপদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন ঃ-

(ক) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ অন্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(খ) সময় সময় প্রার্থীগণের যোগ্যতা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত, পরীক্ষার ধরণ, পদ্ধতি ও সিলেবাস সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবে।

(গ) প্রয়োজনবোধে দেশের এক বা একাধিক স্থানে এবং বিদেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

(ঘ) উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা পত্রে উল্লেখিত শূন্য পদের সাথে সংগতি রেখে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীগণের নিয়োগের নিমিত্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকরতঃ উহা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কমিশন সচিবালয়ঃ

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৪ অনুযায়ী কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় আছে এবং উক্ত সচিবালয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে। তদানুসারে গত ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সচিবালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত '' 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে থাকে।

<u>কমিশন ও এর সচিবালয়ের জন্য পৃথক ওয়েবসাইটঃ-</u> বর্তমানে বিশ্ব তথা আমাদের দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের জন্য একটি শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সকল সুবিধাদিসহ একটি পৃথক ওয়েবসাইট থাকা আবশ্যক বিধায় কমিশনের জন্য একটি ওয়েবসাইট যার ঠিকানা **<u>www.jscbd.org.bd</u>** রয়েছে। উক্ত

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি আগ্রহী প্রার্থী ও সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারছেন এবং কমিশনের যাবতীয় তথ্যাদি এর দ্বারা সংরক্ষণ ও প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। উলেস্নখ্য যে, কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি (**www.jscbd.org.bd**) আগ্রহী ব্যক্তিদের পরিদর্শনের সুবিধার্থে ব্যবহার বান্ধব (User-friendly) পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে।

লাইব্রেরিঃ- অত্র কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগদানে মনোনয়ন এবং শিক্ষানবিস সহকারী জজদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা। সে লক্ষ্যে উক্তরূপ পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ কমিশনের সদস্যগণ ও কর্মকর্তাগণের জন্য এমনকি বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন বইসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বই সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরি অত্র কমিশনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে।

তথ্য প্রদান ইউনিটঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক অত্র কমিশন ও এর সচিবালয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কমিশন সচিবালয়ের উপ-সচিব-কে কমিশনের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশিস্নষ্ট তথ্যাদি উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছেন। সে লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগের জন্য উপ-সচিবের দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বরটি (৯৫৬৮৬৪২) কমিশনের ওয়েবসাইটে সরবরাহ করা হয়েছে। কমিশনের কার্যাবলী তথা পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী আগ্রহী প্রার্থী তথা জনগণ প্রয়োজন অনুসারে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের মাধ্যমে সম্যকভাবে অবহিত হচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের সম্পাদিত কার্যাবলী :

(১) ১০ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৫ এর যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে বিধিমালা অনুযায়ী কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ২০৭ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করে বাছাইকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। কমিশন পরিচালিত বাছাই কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক উলেস্নখিত ২০৭ জন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন সহ মনোনয়ন তালিকা ও নিয়োগের সুপারিশ সহ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(২) আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী ১৪৩ জন সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য ১১শ বিজেএস পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ২৮/০৪/২০১৭ তারিখে প্রিলিমিনারী পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে। এতে ৬৯৩০ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৩১২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়। গত ০৮/০৭/২০১৭ হতে ২০/০৭/২০১৭ তারিখে লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে। এতে ১২৮৫ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে।

(৩) শিক্ষানবিশ সহকারী জজগণের ২০১৬ সালের প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গত ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬০ জন সহকারী জজ/সমপর্যায়ের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।

(৪) বিজেএস পরীক্ষা সামগ্রিকভাবে অধিকতর যুগোপযুগী, বাস্তবমুখী ও আধুনিক করার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে UNDP এর JSF সহায়তায় প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় পদড়্গেপ হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সহকারী জজ পদে আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে গ্রহণের জন্য e-application Registration System প্রবর্তন করেছে। এর পাশাপাশি কমিশনের লাইব্রেরিটির ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করা হয়েছে। উক্ত e-application Registration System এর মাধ্যমে প্রার্থীগণ তাদের আবেদন অনলাইনে পূরণ করে দাখিল করতে পারবেন। সঠিকভাবে আবেদনপত্র দাখিল হলে তারা অনলাইনেই তাদের প্রবেশপত্র গ্রহণ করতে পারবেন। প্রার্থীদেরকে আবেদনপত্র সংগ্রহ, পরীড়্গা ফি দাখিলের

চালান জমা বা প্রবেশপত্র গ্রহণের জন্য কমিশন সচিবালয়, ব্যাংক, ডাক বিভাগ বা কুরিয়ার সার্ভিসের দ্বারস্থ হতে হবেনা। অর্থাৎ এ System চালু হলে একজন প্রার্থী যেকোন স্থান, এমনকি বিদেশে অবস্থান করেও কমিশনের ওয়েবসাইট হতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পরীক্ষার সিলেবাস ও নির্দেশাবলীসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, আবেদনপত্র দাখিল করা, প্রবেশপত্র গ্রহণ করা এবং পরীক্ষা শেষে ফলাফল প্রাপ্তি সব সেবা লাভ করতে পারবেন। প্রার্থীগণকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত অন্যান্য কোন ক্ষেত্রেই স্ব-শরীরে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হবে না।

(৫) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্য বিচারপতি মোঃ মইনুল ইসলাম চৌধুরী মহোদয়ের নেতৃত্বে ০৩(তিন) সদস্যের একটি দল গত ৩০/০৪/২০১৭খ্রিঃ হতে ০৬/০৫/২০১৭খ্রিঃ তারিখ ভূটান ও নেপাল শিক্ষা সফরে গমন করেন। তাঁরা ভূটানের National Judicial Commission of Bhutan, Royal Judicial Service Council, Bhutan National Legal Institute, Supreme Court of Bhutan এবং নেপালের Ministry of Law, Justice and Parliamentary affairs, Judicial Council of Nepal, Judicial Service Commission, Supreme court of Nepal এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিনিধি দল উলিস্নখিত সফরে উক্ত দেশের বিচারক নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সরাসরি অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে কমিশনের প্রতিনিধি দলের উক্ত দেশটির বিচারক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও ধারণা অত্র কমিশনের ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতিতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

৯. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটঃ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৯৯৫ ইং সনের ১৫ নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনে বর্ণিত পেশাজীবীদের পেশাগত মানোন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরেও অত্র ইনস্টিটিটিউট বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ সরকারী কৌশুলী ও পাবলিক প্রসিকিউটরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। অধিকন্তু, ইনস্টিটিউট-কে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গত অর্থ বছরে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে অত্র ইনস্টিটিউটের গত অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম সম্বলিত প্রস্তর ফলক স্থাপন ঃ

১৯৯৭ সালে তৎকালীন ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে অত্র ইনস্টিটিউটের শুভ উদ্বোধন করেন। কিন্তু ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনে ১৯৯৭ সনের উক্ত উদ্বোধনের বিষয়ে কোন নাম ফলক না থাকায় তৎকালীন ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম সম্মলিত শ্বেত পাথরে খোদাইকৃত প্রস্তর ফলক ইনস্টিটিউটের নীচ তলার প্রবেশ মুখে স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ও দায়রা জজ এবং বিভিন্ন স্তরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ ছাড়াও কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ, অত্র ইনস্টিটিউটের

কর্মচারীবৃন্দ এবং সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর ও সহকারী সরকারি কৌশুলীদের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান ২০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। উক্ত কোর্সসমূহে মোট ৬৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (তালিকা সংযুক্ত)।

পরিচালনা পর্ষদের সভার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

গত ০৪/০৩/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ২৬তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইনস্টিটিউটের DANIDA-JATI প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ৪টি গাড়ি ও ৪টি গাড়ি চালকের পদ টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে গত অর্থবছরে উক্ত গাড়িসমূহ হতে ইনস্টিটিউটের অনূকুলে ২টি গাড়ি ও গাড়িচালকের ২টি পদ TO&E ভূক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত পদ ২টির বিপরীতে ২ জন গাড়িচালককে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অত্র ইনস্টিটিউটের জন্য ১৯টি পদ সৃজনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে যা বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। এছাড়াও পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে ২০১৭-২০১৮ সনের কোর্স ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে।

A2i Project-এর সহযোগিতায় ওয়েব সাইট তৈরী ঃ

বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইনস্টিটিউট A2i Project-এর সহযোগিতায় ইনস্টিটিউটের যাবতীয় তথ্য ও কার্যক্রম সম্বলিত একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরী করেছে। উক্ত ওয়েবসাইটে ইনস্টিটিউটের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের যাবতীয় নির্দেশাবলীসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য নিয়মিত প্রদান করা হয়।

E-Registration ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সরকারের A2i Project-এর সহযোগিতায় অত্র ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করার পর থেকে বর্তমানে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে আগত প্রশিক্ষণার্থীগণকে ই-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে ইনস্টিটিউট ও প্রশিক্ষণার্থীগণের সময়ের অপচয় বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

E-Corner স্থাপন ঃ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আগত প্রশিক্ষণার্থীগণকে তাদের Oral Presentation, Statute Review সহ বিভিন্ন শিক্ষানীয় ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট প্রস্তুতের জন্য ইনস্টিটিউটের ৩য় তলায় একটি পৃথক E-Corner স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কক্ষে কম্পিউটার ব্যবহার করা ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বল্প মূল্যে প্রিন্টিং সুবিধা পেয়ে থাকে।

Digital Display Board স্থাপন ঃ

ইনস্টিউটের প্রতিটি কোর্স সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী ও ইনস্টিটিউটে আগত অভ্যাগতদের সম্যক অবহিত করার জন্য ইনস্টিটিউটের নীচ তলায় একটি Digital Display Board স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বোর্ডে ইনস্টিটিউটের বাৎসরিক কোর্স ক্যালেন্ডারসহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

নতুন পর্দা স্থাপন ঃ

ইনস্টিউটের সেমিনার হল, বোর্ড রুম, ক্যাফেটেরিয়া, পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষ ও মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের কক্ষসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কক্ষে নতুন পর্দা স্থাপন করা হয়েছে।

Wi-Fi সুবিধার আওতা বৃদ্ধি ঃ

রাউটারের সংখ্যা বৃদ্ধিক্রমে বর্তমানে অত্র ইনস্টিটিউটের প্রতিটি ফ্লোরের Wi-Fi সুবিধার আওতা পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সাময়িকী প্রকাশ ঃ

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরেও ইনস্টিটিউট JATI Journal, Vo1. XVI প্রকাশ করেছে।

ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ :

অত্র ইনস্টিটিউট ভবনের ১০ম তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে আইন মন্ত্রণালয় আইন কমিশনকে ১০ ও ১১ তলা এবং অত্র ইনস্টিটিউটের অনুকূলে ১২ তলা বরাদ্দ প্রদান করেছে।

ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন ঃ

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিধায় অত্র ইনস্টিটিউট সরকারের Key Point Installation (KPI) হিসাবে বিবেচিত। বিভিন্ন সময়ে অনেক চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় প্রদানকারী বিচারকগণ এখানে অনুষদ সদস্য, প্রশিক্ষক বা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে আগমনসহ ডরমিটরিতে অবস্থান করে থাকেন। তাদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইনস্টিটিউটে UNDP-এর Justice Sector Facility (JSF) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভবনের বিভিন্ন অংশে ক্যামেরার সংখ্যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে মোট ১৭টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	*কোর্সের নাম*	*পদবী*	*প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা*			*তারিখ*
			পুরুষ	*মহিলা*	*মোট*	
১	৩৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	নব নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী জজ	২৫	১৮	৪৩	১০/০৭/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ০৭/০৯/২০১৬ খ্রিঃ
২	১৩০তম রিফ্রেশার কোর্স	যুগ্ম জেলা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২৭	৮	৩৫	২৫/০৯/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ০৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ
৩	১৩১তম রিফ্রেশার কোর্স	অতিরিক্ত জেলা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩৭	৪	৪১	২৫/১০/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ০৩/১১/২০১৬ খ্রিঃ
৪	১৩২তম রিফ্রেশার কোর্স	সিনিয়র সহকারী জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২৮	১৪	৪২	১৩/১১/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ২৭/১১/২০১৬ খ্রিঃ
৫	১৮তম বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স	সহকারী সরকারি উকিল (এজিপি) ও সহকারী সরকারি কৌশুলী (এপিপি)	৩৪	৫	৩৯	১১/১২/২০১৬খ্রিঃ হইতে ১৪/১২/২০১৬ খ্রিঃ
৬	৮ম চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স	বেঞ্চ সহকারী	৪৩	১	৪৪	২০/১২/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ২২/১২/২০১৭ খ্রিঃ
৭	১ম ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স	স্পেশাল জজ/ বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩৭	৩	৪০	০৪/০১/২০১৭খ্রিঃ হইতে ০৭/০১/২০১৭ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			তারিখ
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
৮	১৩৩তম রিফ্রেশার কোর্স	যুগ্ম জেলা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩০	১২	৪২	১৬/০২/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ২৫/০২/২০১৭ খ্রিঃ
৯	১৩৪তম রিফ্রেশার কোর্স	সিনিয়র সহকারী জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩২	১২	৪৪	১২/০৩/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ২১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ
১০	১৩৫তম রিফ্রেশার কোর্স	অতিরিক্ত জেলা জজ/সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩৪	৩	৩৭	১১/০৪/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ১৯/০৪/২০১৭ খ্রিঃ
১১	১৩৬তম রিফ্রেশার কোর্স	যুগ্ম জেলা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩১	৯	৪০	১১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ১৮/০৫/২০১৭ খ্রিঃ
১২	আভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কোর্স	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর কর্মচারীবৃন্দ	১৮	০	১৮	০৬/০৬/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ১২/০৬/২০১৭ খ্রিঃ
১৩	আভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কোর্স	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর কর্মচারীবৃন্দ	২৪	৩	২৭	১৩/০৬/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ১৯/০৬/২০১৭ খ্রিঃ
				সর্বমোট=	৪৯২	

২০১৬-২০১৭ অর্থবৎসরে অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার সমূহঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			তারিখ	সহযোগী সংস্থার নাম
			পুরুষ	মহিলা	মোট		
১	কম্পিউটার এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষান কোর্স	আদালত সহায়ক কর্মচারী	২৮	২	৩০	২০/১২/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ২১/১২/২০১৭ খ্রিঃ	ইউএসএআইডি
২	ই-প্রকিউরমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	অধঃস্তন আদালতের বিচারক	২৯	০	২৯	১২/০১/২০১৭খ্রঃ হতে ০১/০২/২০১৭ খিঃ	আইন ও বিচার বিভাগের Capacity Building project
৩	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী কর্মশালা	অধঃস্তন আদালতের বিচারক	২৪	৬	৩০	২২/০১/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ২৬/০১/২০১৭ খ্রিঃ	ইউএসএআইডি
৪	মামলা জটহ্রাসকরণে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার	১৮	০৯	২৭	০৩/০৩/২০১৭খ্রিঃ হইতে ০৪/০৩/২০১৭ খ্রিঃ	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
৫	উদ্ভাবনী প্রকল্প ডিজাইন বিষয়ক কর্মশালা	অধঃস্তন আদালতের বিচারক	১৪	৬	২০	২২/০৪/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ২৪/০৪/২০১৭ খ্রিঃ	ইউএসএআইডি
৬	বিচারক এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড ও শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	অধঃস্তন আদালতের বিচারক	২৭	৩	৩০	২৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ২৭/০৪/২০১৭ খ্রিঃ	ILO

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			তারিখ	সহযোগী সংস্থার নাম
			পুরুষ	মহিলা	মোট		
	কোর্স						
৭	মামলা জট হ্রাসকরণে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার	২৪	৫	২৯	২৪/০৫/২০১৭ খ্রিঃ হইতে ২৫/০৫/২০১৭ খ্রিঃ	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
				সর্বমোট=	১৯৫		

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ ৪৯২+১৯৫=৬৮৭ জন।

১০ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাঃ-

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়- সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। ২০১৬ -২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য চিত্র নিম্নরূপ ঃ

- ## জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৭ উদযাপন

বিগত ২৮ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি: তারিখ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য সারাদেশে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, **"বিরোধ হলে শুধু মামলা নয়, লিগ্যাল এইড অফিসে আপোষও হয়।"** দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদ সদস্য, দেশী-বিদেশী কুটনীতিক, দাতা সংস্থার প্রধান, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, বিচারক, আইনজীবী নেতৃবৃন্দ, লিগ্যাল এইড মামলার প্যানেল আইনজীবী, আইন ও মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সচিব শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন। দেশের জাতীয় পর্যায়ে বহুল প্রচারিত ৫টি জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। এছাড়া সমগ্র ঢাকা শহরে পোস্টার সাঁটানোর পাশাপাশি ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙ্গানো হয় এবং জনগণের মাঝে লিফলেট বিলি করা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিগ্যাল এইড বিষয়ক সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরকারি আইন সহায়তা বিষয়ক টক শো আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানমালা ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় দিবসটি উদযাপিত হয়। জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির উদ্যোগে র‌্যালী, আলোচনা সভা, লিগ্যাল এইড মেলা, স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী, সেরা প্যানেল আইনজীবী পুরস্কার, পোস্টারিং, মাইকিং, ম্যাগাজিন বা দেয়ালিকাপ্রকাশ, শর্ট ফিল্ম বা ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এছাড়া কিছু এনজিও তৃণমূল পর্যায়ে দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে।

- ## জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ

লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য সৃষ্ট ১৯২টি পদের মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আরো ৫টি জেলায় ৫ জন নিয়োগ দিয়ে এ পর্যন্ত ২৪ টি জেলায় ২৪ জন সহকারী জজ/ সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার পদে পদায়ন করে। জেলাগুলো হলো- ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, ঝিনাইদহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, সিলেট ও সুনামগঞ্জ। এসব জেলায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ গরিব ও অসহায়

জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আইনগত পরামর্শ প্রদানসহ এডিআর বা মিমাংসার মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তি করছেন।

- **জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারদের প্রশিক্ষণ**

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতাধীন বিভিন্ন জেলার পূর্ণকালীন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সারা বছরব্যাপী উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় সংস্থার রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতাধীন সমগ্র দেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকগণ-কে উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় সংস্থা ঢাকায় লিগ্যাল এইড অফিসের দৈনন্দিন মৌলিক অফিস ব্যবস্থাপনা, আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফরম-রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীগণকে এসব বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের প্যানেল আইনজীবীগণের প্রশিক্ষান কর্মশালা আয়োজন

সংস্থা "Trafficking in Persons and Protection of Victims Rights in Bangladesh" কার্যক্রম বিষয়ে বিগত ২৭/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রামস্থ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১ টি জেলার, ২৪/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রংপুরস্থ জেলার আরডিআরএস ক্লাস রুমে রংপুর বিভাগের ০৮ টি জেলার, এবং ২৯/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে রাজশাহী বিভাগের ০৮ টি জেলার জেলা লিগ্যাল এইড প্যানেল আইনজীবীগণের অংশগ্রহণে তিনটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শন

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রম গতিশীল করতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইন সহায়তা আরো কার্যকরভাবে গণমুখী করার লক্ষ্যে সংস্থা কর্তৃক প্রায় ৩০ টি জেলার জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এতে করে সারাদেশে লিগ্যাল এইড অফিস কার্যক্রম আরো গতিশীল ও কার্যকর হয় যা উক্ত অফিসকে অধিকতর জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে।

- **চট্টগ্রামস্থ শ্রমিক আইন সহায়তা সেল উদ্বোধন**

গত ২১ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ঢাকার শ্রম আদালতে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপনের ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে **'শ্রমিক আইন সহায়তা সেল'** এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। এ সেল থেকে এ পর্যন্ত ৮৮৪ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান, মামলা দায়ের ৫৭, নিস্পত্তি ৮ চাকুরীতে পুর্নবহাল ২৩ জন এবং ২১,২৬,২২৪/- টাকা ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকের পক্ষে মধ্যস্থতার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।

- **'তৃতীয় লিঙ্গ' জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তিকরণ**

গত ১৮/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া) জনগোষ্ঠীকে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের' আওতায় সেবা নিশ্চিতকরণসহ সামাজিক ন্যায় বিচার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের লক্ষ্যে 'তৃতীয় লিঙ্গ' জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তিকরণের জন্য জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা তাদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র সাথে যৌথ কার্যক্রম শুরু করে।

- **অধুনালুপ্ত ছিটমহলবাসীর আইনি অধিকার নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ**

সুদীর্ঘকাল ধরে সকল প্রকার নাগরিক ও আইনি সুবিধা থেকে বঞ্চিত অধুনালুপ্ত ছিটমহলবাসীর আইনি অধিকার নিশ্চিতকল্পে সংস্থা বিগত ১১/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার দাসিয়ারছড়া ছিটমহলে একটি উন্মুক্ত সভার আয়োজন করে। এ আয়োজনের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীকে সরকারি আইনি সেবা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় এবং তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

- <u>প্রচার ও প্রকাশনা সামগ্রী বিতরণ</u>

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারণার জন্য সংস্থা কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬৪টি জেলা কমিটির নিকট ৪৫০০০ পোস্টার, ৮০০০০ লিফলেট, ৫৫০০০ স্টিকার, ১০০০০ ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং ২৫০০০ আবেদন ফরম বিতরণ করা হয়েছে।

- **লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ**

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬৪ টি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে ২,৪৩,৩৬,০১৬/- টাকা এবং সুপ্রীম কোর্টে আইন সহায়তা বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সংস্থার সেবামূলক কর্মকান্ডের তথ্য ও পরিসংখ্যান ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে

➢ **৬৪টি জেলা কমিটির মাধ্যমে আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা**

আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা			
নারী	পুরুষ	শিশু	মোট
১৭৩৪৩	**১৬৬৭৩**	**৯০**	**৩৪১০৬**

➢ **৬৪টি জেলা কমিটির মাধ্যমে কারাগারে আটককৃত ব্যক্তির আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা**

কারাগারে আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা
১১,১৬৬

➢ **আইন সহায়তা আবেদন প্রাপ্তির উৎস**

সরাসরি	আদালত	উপজেলা কমিটি	ইউনিয়ন কমিটি	কারাগার/ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র	এনজিও	অন্যান্য	মোট
১৬৯৫৯	**১৩৬০**	**১৭৬**	**৪৪৭**	**১১১৬৬**	**২৫৪২**	**১৭২১**	**৩৪৩৬৫**

➢ **আইনগত সহায়তা প্রাপ্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**

দেওয়ানী	ফৌজদারী	পারিবারিক	অন্যান্য	মোট
১১৪১	**৮৮৮৯**	**৩৫৬৭**	**১৪৯**	**১৩৭৪৬**

➢ **জাতীয় হেল্পলাইন - কলসেন্টারে প্রদত্ত আইনি সেবা**

আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা			
নারী	পুরুষ	শিশু	মোট
৩,৩৩৩	**১০,৬০৮**	**০**	**১৩,১১১**

➢ **সুপ্রীম কোর্ট কমিটির মাধ্যমে আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা**

আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা

নারী	পুরুষ	তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
৪৫	৮৮	০	১৩৩

➢ **সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা প্রাপ্ত নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**

দেওয়ানী আপীল	দেওয়ানী রিভিশন	ফৌজদারী আপীল	ফৌজদারী রিভিশন	রীট	লিভ টু আপীল	জেল আপীল	মোট
৩	৬	৩	১	২	২	১১৩	১৩০

➢ **মৌখিক পরামর্শ (সুপাম কোর্ট)**

মৌখিক পরামর্শ		
নারী	**পুরুষ**	**মোট**
৪৪৯	৭২৪	১১৭৩

➢ **মৌখিক পরামর্শ (জেলা লিগ্যাল এইড অফিস)**

মৌখিক পরামর্শ		
নারী	**পুরুষ**	**মোট**
৪৬৭০	২৯৬৬	৭৬৩৬

➢ **আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি বিধি মোতাবেক পরিচালিত মিমাংসা/মধ্যস্থতার পরিসংখ্যান***

প্রাপ্ত বিরোধের সংখ্যা **(প্রি-কেইস)**	প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা **(পোস্ট কেইস)**	এডিআরের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত বিরোধের সংখ্যা **(প্রি-কেইস)**	এডিআরের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত মামলা **(পোস্ট কেইস)**	এডিআরের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে সফলতার সংখ্যা		এডিআরের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে উপকারভোগীর সংখ্যা		এডিআরের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত মামলা ও বিরোধে আদায়কৃত অর্থের মোট পরিমাণ	
				প্রি-কেইস	**পোস্ট কেইস**	**প্রি-কেইস**	**পোস্ট কেইস**	**প্রি-কেইস**	**পোস্ট কেইস**
৩১০৩	২৯৯	২৭১২	২৬৩	৮৭৬	১২৭	১৭৫২	২৫৪	২,১১,৫১,৭১৪/-	৮১,৫১,৯৯৯/-
								মোট = ২,৯৩,০৩,৭১৩/-	

১১.শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে আইনি সেবা গহীতার পরিসংখ্যান ঢাকা ও চট্টগ্রাম

আইনী সেবার ধরণ

মৌখিক পরামর্শ প্রদান		হটলাইনের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান		শ্রম আদালতে মামলা দায়ের	মামলা নিস্পত্তি	ক্ষতিপূরণ আদায়	চাকুরীতে পুনর্বহাল
নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ				
৩৫৯	**৮০২**	**৪০৩**	**৮৫২**	**৯২**	**৪০**	**৪১,২২,০৬৪/-**	**৫৮**

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ২৫/০৩/২০১০ ইং তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এ,কে,এম, জহির আহমেদ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মাননীয় সদস্য এ,কে,এম, জহির আহমেদ স্বাস্থ্যগত কারণে ২৯/০৮/২০১২ ইং তারিখে পদত্যাগ করলে উক্ত তারিখেই বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

২২/০৩/২০১২ ইং তারিখে অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ২৫/০৩/২০১২ ইং তারিখে বিচারপতি আনোয়ারুল হককে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর অপর দুইজন সদস্য হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও জেলা জজ মোঃ শাহিনুর ইসলামকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অতঃপর মাননীয় সদস্য মোঃ শাহিনুর ইসলাম ৩১/০৭/২০১৩ ইং তারিখে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে পূণরায় তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১ ও ২ নামে দুটি টাইবুনালে পৃথক পৃথক Rules of Procedure এর মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

পরবর্তীতে ব্যক্তিগতকারন উলেস্নখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক পদত্যাগ করলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে উক্ত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং একই তারিখে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়াকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিচারপতি আনোয়ারুল হক এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মোঃ শাহিনুর ইসলাম কর্মরত থাকেন। অতঃপর বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর গত ৩১/১২/২০১৩ ইং তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়। গত ২৪/০২/২০১৪ ইং তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম কে নিয়োগ প্রদান করা হয় ।

বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে গত ১৫/০৯/২০১৫ ইং তারিখে চেয়ারম্যান হিসাবে মাননীয় বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক এবং অপর দুইজন সদস্য হিসেবে যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর

ইসলাম ও মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: সোহরাওয়ারদী মহোদয়ের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পুনর্গঠণ করেছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে।

রেজিস্ট্রার দপ্তর

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উভয় ট্রাইব্যুনালের জন্য একজন রেজিস্ট্রার, ০২(দুই) জন ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং ০৩(তিন) জন সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার পদ রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাগণ সকলেই অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। তারা প্রেষণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগপ্রাপ্ত। জেলা জজ জনাব মোঃ সেলিম মিয়া ০৮/০৮/২০১৭ খ্রি: তারিখ হতে রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার-১ হিসাবে যুগ্ম জেলা জজ জনাব কেশব রায় চৌধুরী কর্মরত রয়েছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার-২ এর পদটি দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে। সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার ০৩(তিন) টি পদের বিপরীতে ০২(দুই) জন সিনিয়র সহকারী জজ যথাক্রমে জনাব মো: ফাহিম ফয়সাল এবং জনাব মো: পারভেজ আহমেদ কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার একটি পদ শূন্য রয়েছে।

সহায়ক কর্মচারী

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী বছর বছর সংরক্ষণের শর্তে সৃজিত মোট ৮৩ টি পদের মধ্যে ৫৩ টি পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের ছাড়পত্র পাওয়ায় ইতোমধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে মোট ৪৫ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ০১ (এক) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করায় এবং ডেসপাস রাইডারসহ ০৩ জন কর্মচারী ইস্তফা প্রদান করায় বর্তমানে উক্ত ০৪ (চার) টি পদসহ মোট ১২ (বার) টি পদ শূণ্য রয়েছে।

প্রসিকিউশন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একজন চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ১৯ জন প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ০৪ জন এটর্নী জেনারেল, ১০ জন অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল, ০১ জন ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এবং ০৪ জন সহকারী এটর্নী জেনারেল সমমর্যাদা সম্পন্ন।

তদন্ত সংস্থা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক চার্জ দাখিলের পূর্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদন্তের জন্য একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কো-অর্ডিনেটরসহ মোট ২২ জন তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। তদন্ত সংস্থার দুইজন পুলিশ মহাপরিদর্শকের পদমর্যাদা সম্পন্ন, একজন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সমমর্যাদা সম্পন্ন, একজন উপমহাপরিদর্শক, দুইজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আটজন সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং আটজন পুলিশ পরিদর্শকের সমমর্যাদা সম্পন্ন।

অবকাঠামো ও নিরাপত্তা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকার্যক্রম পরিচালনা এবং এর রেজিষ্ট্রার দপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক এবং গৌরবোজ্জল স্থাপত্যকলার নিদর্শন সুপ্রাচীন পুরাতন হাইকোর্ট ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে। সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে ট্রাইব্যুনাল চত্বরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে নিরাপত্তা চৌকি বিদ্যমান। পুলিশ সদস্যগণের সার্বক্ষণিক অবস্থান এবং অস্ত্রসমূহ সংরক্ষণের জন্য রয়েছে পুলিশ ব্যারাক ও অস্ত্রাগার। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো রয়েছে। ট্রাইব্যুনাল এলাকায় প্রবেশের জন্য দুইপাশে রয়েছে দুটি গেট । পুলিশের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে তিনটি গোল ঘর এবং দশটি সেন্ট্রি পোস্ট। এছাড়াও ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাশকক্ষ (মাননিয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কক্ষসমূহ ব্যতিত) এবং পুরো এলাকাটি সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। সিসি ক্যামেরাসমূহ সার্বক্ষণিক চালু রয়েছে এবং একটি কন্ট্রোলরুম হতে এগুলি তত্ত্বাবধান করা হয়। সিসি ক্যামেরায় ধারনকৃত তথ্যাবলী একটি কেন্দ্রীয় হার্ডডিস্কে রেকর্ডকৃত ও সংরক্ষিত থাকে।

মামলা ও রায় সংক্রান্ত

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়সমূহের প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত আপিল মামলাসূহের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে রায় প্রদানের মাধ্যমে একটি (০১)টি মামলা চুড়ান্তরূপে নিষ্পন্ন হয়েছে। **আই, সিটি-বিডি কেস নং-০৩/২০১৩, চীফ প্রসিকিউটর বনাম মীর কাশেম আলী** মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক প্রদত্ত রায় (মৃত্যুদন্ড) এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ক্রিমিনাল আপিল নং-১৪৪/২০১৪ মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপিল বিভাগ মানবতাবিরোধী

অপরাধের দায়ে আসামী **মীর কাশেম আলী কে** ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড এর সাজা বহাল রাখেন। উক্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ***ক্রিমিনাল রিভিউ পিটিশন নং-৫৮/২০১৬*** খারিজ হওয়ায় গত ০৩/০৯/২০১৬ ইং তারিখে আসামী মীর কাশে আলী এর মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে।

তদন্ত সংস্থা কর্তৃক তদন্ত শেষে প্রসিকিউশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ দাখিলের মধ্য দিয়ে বিচারকার্যক্রম শুরু হয়ে ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ ইং অর্থ বছরে রায় প্রদানের মাধ্যমে সর্বমোট ০৪(চার)টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে শুধু ট্রাইব্যুনাল-১ সচল রয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৩৩(তেত্রিশ)টি মামলার বিচারকার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে একটি মামলা (আই, সি,টি-বিডি কেস নং-০৩/২০১৬, চীফ প্রসিকিউটর বনাম ঘোড়ামারা আজিজ) CAV তথা রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন।

<u>প্রতিবেদনাধীন সময়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের তালিকা</u>

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগণের নাম	প্রদত্ত রায়ের বিবরন ও রায় প্রদানের তারিখ	আপীল সংক্রান্ত বিবরণ
০১.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর *বনাম* আশরাফ হোসেন, আব্দুল মান্নান আব্দুল বারি, শরীফ আহমেদ, হারুন, শামসুল হক, আবুল হাসেম এবং এস, এম, ইউসুফ আলী	আশরাফ হোসেন, আব্দুল মান্নান এবং আব্দুল বারি মৃত্যুদন্ডে, শরীফ আহমেদ, হারুন, শামসুল হক, আবুল হাসেম এবং এস, এম, ইউসুফ আলী আমৃত্যু কারাভোগ দন্ডে দন্ডিত হয়েছেন ১৮/০৭/২০১৬	ক্রিমিনাল আপীল দায়ের হয়েছে।
০২.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৪/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর *বনাম* শাখাওয়াত হোসাইন, বিলাল হোসাইন, লুৎফর মোড়ল, ইব্রাহিম হোসাইন, মুজিবর রহমান, আব্দুল আজিজ সর্দার,কাজী ওহিদুল ইসলাম, আব্দুল খালেক মোড়ল এবং মো: আব্দুল আজিজ সর্দার	শাখাওয়াত হোসাইন মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন। লুৎফর মোড়ল রায় ঘোষণার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। বিলাল হোসাইন, লুৎফর মোড়ল, ইব্রাহিম হোসাইন, মুজিবর রহমান, আব্দুল আজিজ সর্দার,কাজী ওহিদুল ইসলাম, আব্দুল খালেক মোড়ল এবং মো: আব্দুল আজিজ সর্দার প্রত্যেকেই আমৃত্যু কারাভোগ দন্ডে দন্ডিত হয়েছে ১০/০৮/২০১৬	ক্রিমিনাল আপীল দায়ের হয়েছে।
০৩.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৬/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম ইদ্রিস আলী এবং সোলায়মান মোল্লা	ইদ্রিস আলী মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন। সোলায়মান মোল্লা রায় ঘোষণার পূর্বে মৃত্যুবরণ	আসামী পলাতক থাকায় ক্রিমিনাল আপীল দায়ের হয় নাই।

			করেন। ০৫/১২/২০১৬	
০৪.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১৬	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোসলেম প্রধান এবং সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন	মোসলেম প্রধান এবং সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন উভয়ই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন। ১৯/০৪/২০১৭	ক্রিমিনাল আপীল দায়ের হয়েছে।

৫. অবকাঠামোগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উন্নয়নঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে ।

পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সুরক্ষিত অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে একশত (১০০) টি আগ্নেয়াস্ত্র সংরক্ষন করা যায়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যনালের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো হয়েছে। ট্রাইব্যনাল এলাকায় প্রবেশের জন্য দুইপাশে দুটি গেট নির্মাণ করা হয়েছে, যা দূরনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল বারগেট দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা হয়ে থাকে। মূল গেটে একটি এবং মূল ভবনের প্রবেশমুখে একটিসহ মোট চারটি অত্যাধুনিক আর্চওয়ে গেট স্থাপিত হয়েছে। পুলিশের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য তিনটি গোল ঘর এবং দশটি সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাসকক্ষ (মাননীয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কক্ষসমূহ ব্যাতিত) এবং পুরো ট্রাইব্যুনাল চত্বর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারীর আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরাসমূহ সার্বক্ষণিক চালু রয়েছে এবং একটি কন্ট্রোলরুম হতে এগুলি তত্ত্বাবধান করা হয়। সিসি ক্যামেরায় ধারনকৃত তথ্যাবলী একটি কেন্দ্রীয় হার্ডডিস্কে রেকর্ডকৃত ও সংরক্ষিত থাকে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ভবন ও সংলগ্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠতার পর থেকে সার্বক্ষণিক (দিবা ও নৈশ) তদারকি অফিসার হিসেবে ০৪ (চার) জন পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) এবং ০৩ (তিন) জন উপ-পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে উলিস্নখিত কর্মকর্তাগণের মধ্যে ০৫(পাঁচ) ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা বদলি হন। কিন্তু তাদের স্থলে অপর কোনো কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে পদায়ন করা হয়নি। ফলত বর্তমানে ০১(এক) জন পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) এবং ০১(এক) জন উপ-পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) সার্বক্ষণিক তদারকির দায়িত্ব পালন করছেন। এই ০২ (দুই) জন কর্মকর্তার পক্ষে ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে পদায়িত ১০০ (একশত) জন পুলিশ ও এপিবিএন ফোর্সের দেখভালসহ ট্রাইব্যুনালের সার্বক্ষণিক তদারকি যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে একটি অতীব গুরম্নত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থাপনা হওয়া সত্বেও ট্রাইব্যুনালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি অঙ্গীকার এবং বাঙালি জাতির পরম আবেগ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-উৎসারিত একটি বিষয়। এহেন স্পর্শকাতর ও অতীব গুরত্বপূর্ণ একটি স্থাপনার সার্বক্ষণিক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ অত্যান্ত গুরম্নত্বপূর্ণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বর্তমান সরকারের সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই, উক্ত স্থাপনার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু, অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ট্রাইব্যুনাল ভবন/স্থাপনায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ ফোর্সের সংখ্যা দিন দিন উলেস্নখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। কেননা অবসর, পদোন্নতি, বদলি

প্রভৃতি কারণে কোনো পুলিশ সদস্য ট্রাইব্যুনাল থেকে চলে গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর নতুন কোন পুলিশ সদস্যকে পদায়ন করা হচ্ছে না।

উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় পুলিশ কর্মকর্তা পদায়নের যাচনা করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা এর বিগত ১১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-আন্ত.অপ. ট্রাই.-১/৪৬৪/২০১৭ মূলে পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো পুলিশ কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়নি।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত পর্যালোচনা ও বিষয়ের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যনাল ভবন ও এর স্থাপনাসমূহের সার্বক্ষণিক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাকল্পে পূর্বের ন্যায় পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্য নিয়োজিত করে মানবতাবিরোধী অপরাধের চলমান বিচার কার্যক্রমে সহায়তা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও বর্তমান সরকারের সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণে পুলিশ প্রশাসনের যথাযথ ভূমিকা প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

৬. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত:

চলমান বিচারকার্যক্রমকে আরো গতিশীল,সময়োপযোগী এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-১) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০’ এবং ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২’ এর উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।

৮.আর্কাইভ স্থাপন:

‘আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-১) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০’ ও ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২’ এর ২৮(২) বিধিতে ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সরকার কর্তৃক আয়োজিত স্থান ও প্রক্রিয়ায় চিরদিনের জন্য সংগ্রহন ও সংরক্ষন (Preservation and Archiving) এর কথা বলা হয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারে নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি, রায়ের কপি ও মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজাদিসমূহ এখন ঐতিহাসিক দলিল এবং রাষ্ট্রের অন্যতম স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই ধরনের কাগজাদি সংরক্ষণের জন্য যে ধরনের কক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তা ট্রাইব্যুনাল এর রেকর্ডরুমে নাই।ফলে আর্কাইভ স্থাপন বিলম্বিত হলে উক্ত দলিলাদি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এগুলো সংরক্ষণ করার জন্য একটি অত্যাধুনিক আর্কাইভ স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সরকার কর্তৃক যথাযথ স্থান ও প্রক্রিয়ায় চিরদিনের জন্য সংগ্রহন ও সংরক্ষন (Preservation and Archiving) এর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করে রেজিষ্ট্রার দপ্তর হতে স্মারক নং আন্ত: অপ:ট্রাই:-১/৩০০/২০১৩ মূলে গত ২৩/০৭/২০১৩ খ্রি: তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগেএকটি পত্র প্রেরন করা হলেও এই সংক্রান্তে অদ্যাবধি কোন অগ্রগতি হয় নাই। এমতাবস্থায়, এই বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় ও আশু দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলঃ

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কিত কার্যাবলি নিম্নে দেওয়া হল।

১। ২০১৬-২০১৭ বছরের নিম্ন আদালতে ৩৮০৭ (তিন হাজার আটশত সাত) জন আইনজীবী এবং উচ্চ আদালতে ১৯০১ (এক হাজার নয়শত এক) জন আইনজীবীকে সনদ প্রদান করা হয়।

২। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট মামলা সংখ্যা ১১৬ (একশত ষোলটি)টির মধ্যে ৮৭ (সাতাশি)টি মামলা নিস্পত্তি হয়।

৩। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে ২০৫৬ (দুই হাজার ছাপান্ন) জন নবীন আইনজীবীকে "ক্যানন্স অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট" এটিকেট এন্ড এডভোকেসী-হাউ টু মুভ টুওয়ার্ডস দ্যা কোর্ট" বিষয়ের উপর বার কাউন্সিল কর্তৃক ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিড়্ক্ষাণ দেওয়া হয়।

৪। আগামী ২০১৮ সালের নির্বাচনের জন্য ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ণের কাজ শেষ পর্যায়ে।

৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর সরকারী অর্থায়নে ১৫ (পনের) তলা বিশিষ্ট বার কাউন্সিলের ভবন নির্মানের প্রক্রিয়া চলমান।